কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের এসএস পাইপের কাজে অনিয়মের অভিযোগ

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের এসএস পাইপের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট অফিসের কারোর জানা নাই কাজে তথ্য। বিষয়টি জানতে চাইলে চটে গিয়ে কেন কি হবে এমন সব পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন প্রতিবেদককে উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ২৫-০৫-২০২৩ সাল থেকে ৬ কোটি ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৬শ ৬৩ টাকা ব্যয়ে এগিয়ে চলেছে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্মান কাজ। এ কাজটি পান চুয়াডাঙ্গা জীবননগরের জাকাউল্লা কনস্ট্রাকশন। পরে কাজটি কিনে করছেন মহেশপুরের মেসার্স মনিরুল আলম খান নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি।

ওই ভবনের নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে।বর্তমানে কাজ চলছে এসএস পাইপের। অভিযোগ উঠেছে এ কাজে ব্যবহারিত এসএস পাইপের পুরুত্ব নিয়ে।

বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে কে জানালে,তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাকে ঘটনা দেখে রিপোর্ট দিতে বলেন। তবে আজও রিপোর্টটি দেননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ দিকে এ কাজের অনিয়ম খুজতে গিয়ে প্রথমে এ প্রতিবেদক খোজ করেন কাজ দেখা শোনা করা উপজেলা প্রকৌশলী বিভাগের দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে। অবশেষে জানা গেল তিনি উপসহকারি প্রকৌশলী হুজাইফা রহমান। তিনি রয়েছেন দেড় মাস যাবৎ ট্রেনিংয়ে বাইরে।

মুঠো ফোনে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, সিডিউল না দেখে কিছু বলা সম্ভব না। আর আমি রয়েছি ট্রেনিংয়ে বাইরে। কাজটি দেখার জন্য অফিসের সার্ভেয়ার আলী আহম্মদ কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি সব বলতে পারবেন।

এবার এ প্রতিবেদক গেলেন সার্ভেয়ার আলী আহম্মেদের কাছে। জিজ্ঞাসা করা হল এসএস পাইপ নিয়ে। তিনি বললেন,কাজটি আমার না। আমি এ বিষয়ে

কিছু বলতে পারবো না। আপনারা প্রকৌশলীকে জিজ্ঞেস করেন।
শেষ ভরসা প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, এটা সঠিক জানা নাই। সিডিউল দেখে বলতে হবে।
তিনি আরো বলেন,দুই এক দিনের মধ্যে আপনারা নতুন প্রকৌশলীকে পাবেন। আপনারা ওনার কাছে জিজ্ঞেস করলে সব পাবেন।

রবিবার ছিল উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডুর এ উপজেলায় প্রথম কর্ম দিবস। বিষয়টি জানতে চাইলে প্রতিবেদকের উপর চটে গেলেন তিনি। পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রতিবেদককে। বললেন কেন আপনারা এ সব জেনে কি করবেন,আপনারা কি এ কাজটি করছেন।

এরপর তিনি বলেন,আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি এখন জানতে পারলাম। খোজ নিয়ে দেখি কোথায় কি সমস্যা হয়েছে।

ঠিকাদার জাকাউল্লা বলেন,এখন কাজ খারাপ করার কোন সুযোগ নাই। কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট অফিস কাজ মেপে বুঝে নিবেন। যেমন পাইপ দিয়ে কাজ করার কথা, সেটা দিয়েই করছেন তারা এমন দাবি ঠিকাদারের।

ঠিকাদার মনিরুল আলম খান (মিন্টু)বলেন,কাজটি আমি কিনে করছি। আর ওই কাজের এসএস পাইপের কাজটি বিক্রি করে দিয়েছি। এ জন্য কি হচ্ছে বলতে পারবো না। তবে এটা দেখে নেওয়ার দায়িত্ব অফিসের, ওনারা কি করছেন। তিনি বলেন, আমি আগামী কাল কাজের সাইডে যাব। কাজ খারাপ হলে সব খুলতে হবে তাদের।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,ওটা তো প্রকৌশল বিভাগের কাজ। ওই সম্পর্কে ওনারা ভাল বলতে পারবেন।

তিনি বলেন,দিন শেষে সবই আমার মধ্যে, এ কারনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দেখে রিপোর্ট দিতে বলেছি। তবে তারা এখনো পর্যন্ত কোন রিপোর্ট আমাকে দেননি। এভাবেই চলছে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের নির্মানধীন ভবনের এস এস পাইপের কাজ। কোন সদোত্তর নাই কারো কাজে। কেউ জানেন না কাজ সম্পর্কে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংস্কার কাজে অনিয়মের অভিযোগ

ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীর যোগসাজশে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংস্কার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারী প্রতিষ্টানের বিরুদ্ধে।

ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের পুরাতন ভবন সংস্কার, পেইন্টিং, টাইলস, সেনেটারি, বাথরুম ফিটিংস, সুইজ স্থাপন, ইলেকট্রিক ওয়ারিং, বাউন্ডারি ওয়ালের রংয়ের কাজ, ফ্লোর টাইলস, বেসিন, মুল ভবনের দরজা, জানালা সংস্কারসহ বিভিন্ন কাজের জন্য ১১ লাখ ৩৯ হাজার টাকার দরপত্র আহবান করা হয়। টেন্ডারের মাধ্যমে কাজটি পায় মধুবন কনস্ট্রাকশন।

অভিযোগ রয়েছে, দরপত্রের কার্যাদেশ অনুযায়ী এ গ্রেডের টাইলস, সেম-টু সিমেন্ট ও ১.২ এফ.এম বালু ব্যবহার করার কথা থাকলেও কার্যাদেশ উপেক্ষা করে সংস্কার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নমানের সামগ্রী। বালু ও সিমেন্টের সংমিশ্রণ সঠিক মাত্রায় না করে ফ্লোরে সিমেন্টের পরিমাণ কম দিয়ে বালুর পরিমাণ বেশি দিয়ে টাইলস বসানো হয়েছে। এছাড়া শিরিষ কাগজ দিয়ে পুরনো ভবনের দেয়াল থেকে রং না ছাড়িয়েই ময়লা ও মরিচার উপর রং করে চকচকে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। এতে করে সামান্য হাতের স্পর্শে নতুন দেয়ালের রং খসে খসে পড়ছে।

সরেজমিনে পরিদর্শনে যেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের এক স্টাফ কে দেখা গেলেও কাজের সাইডে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি। এমনকি তদারকির দায়িত্বে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যে কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের এসব সামগ্রী ব্যবহার করে শ্রমিক দিয়ে ইচ্ছেমতো সংস্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সাবেক এক কর্মকর্তা জানান, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের সহকারী পরিচালক

প্রবীর কুমার মন্ডল স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলীকে কৌশলে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে বসার জন্য চেয়ার, টেবিল সহ একটি রুম সাজিয়ে দিতে বলেছে এই শর্তে যে তিনি সংস্কার কাজের জন্য বরাদ্দ আসা কাজের ব্যাপারে কোন তদারকি করবেননা। অথচ তার নাকি জেলা অফিস থেকে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে বসার কোন নিয়মই নেই।

এ সকল অভিযোগের ব্যাপারে ঠিকাদার উজ্জ্বল বলেন, সিডিউল অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। তবে সিডিউলে কি কি কাজের উল্লেখ আছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এর সাথে কথা বলার পরামর্শ দেন।

এদিকে কাজের তদারকি কর্মকর্তা ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী এস.এম শামীম হোসাইন সংস্কার কাজে অনিয়মের বিষয়টি স্বীকার করতে নারাজ। তিনি জানান, জিওবি প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য বিভাগের হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সংস্কার কাজে বিভিন্ন অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, তিনি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করেন। তার দাবি, কোন অনিয়ম ছাড়াই ইস্টিমেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। অপারেশন থিয়েটারে টাইলস লাগানোর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তিনি তার স্বপক্ষে যুক্তি দেন।

ঝিনাইদহে ভোট গ্রহনের দায়িত্ব পালনের অফিসার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের পোলিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং ও প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

দায়িত্ব বন্টনে অবহেলা হয়েছে বলেও এসব ভুক্তভোগীর মনে করছেন। এবার ৮ম গ্রেডের চাকুরীজীবীকে দেওয়া হয়েছে পোলিং অফিসার। আবার

সরকারী-বেসরকারী অনেক ৯ম ও ১০ম গ্রেডধারীদের দেওয়া হয়েছে সহকারী প্রিজাইডিং ও প্রিজাইডিং অফিসার। আবার বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ।

যারা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সেসব সিনিয়র প্রভাষকদের এবার দেওয়া হয়েছে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার। কলেজের শারীরিক শিক্ষা’র শিক্ষক ও সিনিয়র গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক যারা বর্তমানে ৮ম গ্রেডধারী তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে পোলিং অফিসার। অথচ সরকারী ও বেসরকারী স্কুল ও অন্যান্য চাকুরীজীবীদের ৯ম ও ১০ম গ্রেডধারী সহকারী শিক্ষকদের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজ, আমেনা খাতুন ডিগ্রি কলেজসহ একাধিক কলেজের বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী কলেজ শিক্ষক ও প্রভাষকরা এই অভিযোগ করেন। তারা ওসব দপ্তরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে না পেয়ে ক্ষোভ নিয়ে ফিরে এসেছেন।

এবিষয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ রোকুনুজ্জামানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবিষয়ে আমি কিছু জানিনা সবকিছু উপজেলা নির্বাহী অফিস করেছেন। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা সদর নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী বলেন, এটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যার যেখানে দেওয়া হয়েছে সেটা তাকে পালন করতে হবে। যদি সমস্যা থাকে তাহলে আমর কাছে বলুক। বিষয়টি নিয়ে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোসের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ রবিবার থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় গ্রহন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। সদরে ১৫০টি কেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসাদের প্রথম প্রশিক্ষন সম্পন্ন করা হয়েছে আজ সোমবার সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবে।

মেহেরপুরের টেঙরামারিতে সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার টেঙরামারি গ্রামে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৩৪ মিটার সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ।

ইট সহ বিভিন্ন উপকরণ নিম্নমানের দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয়রা। গতকাল রবিবার সকালে সরে জমিন গিয়ে দেখা যায় খোয়া দিয়ে রোলারিংয়ের যে কাজটি করা হয়েছে তাতে ২ ও ৩ নম্বর ইট রয়েছে।

আমদহ ইউনিয়নের স্থানীয় ইউপি সদস্য মোকাদ্দেস আলী জানান, স্থানীয় জনগণ বিষয়টি আমাকে জানালে আমি সরেজমিন সেখানে যায় এবং দেখি যে বেশিরভাগ ইটগুলোই ৩ নম্বর।
স্থানীয় আনসার আলী বলেন বেশিরভাগই কামা ইট দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন স্থানীয় জনগণ জানান তিন নম্বর ইট দিয়ে রাস্তা তৈরি করাই গ্রামের একজন প্রতিবাদ করতে গেলে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রুস্তম আলী ও তার ছেলে হীরা তার উপর চড়াও হয়।

স্থানীয় আরো একজন বলেন, এই কাজের দেখভাল করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি রুস্তম আলী। তিনি না চাইলে কখনোই এই নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে রাস্তা তৈরি সম্ভব ছিল না।

স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রুস্তম আলী বলেন এই কাজে দুই থেকে তিন ট্রলি তিন নম্বর ইট দেয়া হয়েছে বাকিগুলো সব ঠিক আছে। তিনি আরো বলেন অন্যান্য রাস্তা গুলো যেরকম হয় এ রাস্তা সেভাবে তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয় সাব ঠিকাদারের ম্যানেজার ফারুক হোসেন অনিয়মের অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি করে তিনি বলেন অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আসার পরেই তারা রাস্তায় খোয়া দিয়ে রোলারিং এর কাজ শুরু করেছেন।

বাস্তবায়নকারী সাব ঠিকাদার জুয়েল বিশ্বাস বলেন নির্মাণ উপকরণ এর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটু কম বেশি করা

হচ্ছে।

সদর উপজেলা প্রকৌশলী শাহীন আক্তার বলেন আমি অফিসের বাইরে আছি তথ্য জানতে হলে অফিসে আসেন।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের(২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার (জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। আর এর স্থানীয়ভাবে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই নিম্নমানের রড পাথর ও বালু ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পান। এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখাসহ নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

কয়েকদিন পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবারো কাজ শুরু করেন ওই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। সাদা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কালো পাথর যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও যে সমস্ত সাদা পাথর স্তুপ রাখা হয়েছে তা ব্যবহারে অযোগ্য। ২.৫ এফএম বালু ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও লোকাল বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে মিশ্রণটি সঠিক পরিমাপের নয়। স্থানীয় লোকজন একাধিকবার অভিযোগ করলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করছেন না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, লোকাল বালুর সাথে সিমেন্ট ও পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফান্না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাশের তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করায় পাথর বালু ও সিমেন্টের পরিমাপ আনুপাতিকহারে সঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া রডের ব্যবহার হচ্ছে নিম্ন মানের। এর পরিমাপও সঠিক নয়। বালু ওয়াশ করার করা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ধুলা মিশ্রিত বালু ব্যবহার হচ্ছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কয়েকজন জানান, কাজ শুরুর প্রথম দিকে যে রড বালু ও পাথর আনা হয়েছিল তা নিম্নমানের হওয়ায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নির্মাণকাজ দেখতে আসেন এবং অনিয়মের কথা বলে মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে। পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও

বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।